দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 21 2006 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

নার্সদের শিক্ষার মান উন্নত করা প্রয়োজন

সম্প্রতি উত্তরার আমেরিকান সুপার স্পেশিয়ালিটি হাসপাতালের উদ্যোগে যে গোল টেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেখানে বক্তারা প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নার্স তৈরীর উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন, আমাদের হাসপাতালগুলিতে আরো সুশিক্ষিত ও দক্ষ নার্সের প্রয়োজন। অপরদিকে এই শ্রেণীর নার্সের চাহিদা বিদেশেও রহিয়াছে। বাংলাদেশ প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নার্স তৈরি করিতে সমর্থ হইলে তাহাদের বিদেশের হাসপাতালেও রপ্তানি করা যায়। এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হয়। বলাবাহুল্য, গোল টেবিল হইতে যে বক্তব্য আসিয়াছে তাহা উপেক্ষা করার কোন সুযোগ নাই। চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে যাহারা জড়িত তাহারা বলেন যে, রোগীদের সঠিক চিকিৎসা দিতে হইলে একজন চিকিৎসকের বিপরীতে তিনজন নার্স প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে সে অনুপাতে নার্স কম। উপরন্তু দক্ষ ও স্পেশালাইজড নার্স আরো কম থাকায় রোগীরা প্রত্যাশিত চিকিৎসা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। চিকিৎসকেরা রোগীদের রোগ নির্ণয় ও তাহার প্রতিবিধান দিয়া থাকেন। অন্যদিকে নার্সরা এ ব্যাপারে চিকিৎসকদের কেবল সাহায্যই করেন না রোগীদের সেবা বলিতে যাহা বুঝায় তাহারা তাহা দিয়া থাকেন। সেজন্য নার্স ছাড়া রোগীদের চিকিৎসা প্রায় কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশ রোগ চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেক পিছাইয়া আছে। ইহা এমনই যে, প্রতিবেশী দেশ ভারত রোগ চিকিৎসা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অপেক্ষা অনেক অগ্রসরমান। তাহাদের চিকিৎসকেরা অত্যন্ত যত্নসহকারে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। আর নার্সরা আন্তরিকতার সঙ্গে রোগীদের যে সেবা দান করিয়া থাকেন তাহাতে রোগীরা সন্তুষ্ট না হইয়া পারে না। তবে বাংলাদেশের নার্সরা সেবা দানের ক্ষেত্রে যতটুকু পিছাইয়া আছে তাহার জন্য তাহাদের দোষ দেওয়া সমীচীন হইবে না। আসল গলদ অন্যত্র। বাংলাদেশে একটি নার্সিং কলেজসহ কয়েকটি নার্সিং ইনস্টিটিউট ও নার্সিং স্কুল রহিয়াছে। কিন্তু এগুলির প্রশিক্ষণমান অত উঁচু নয়। অন্যদিকে দেশে দক্ষ নার্সের সংখ্যাও অল্প। আবার হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলিতে যত নার্স থাকা প্রয়োজন তাহারও অভাব রহিয়াছে। ফলে হাসপাতাল ক্লিনিকে রোগীরা প্রত্যাশিত চিকিৎসা পায় না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশে লোকসংখ্যা অনেক এবং বেকার সমস্যা আকাশচুম্বি। এখানে নার্সিংকে পেশা হিসাবে নেওয়ার অনেক মেয়ে রহিয়াছে। তাহাদের অনেকে বিভিন্ন নার্সিং স্কুল ও ইনস্টিটিউট ও কলেজ হইতে পাসও করিয়া থাকে। কিন্তু হাসপাতাল ও ক্লিনিকে সুযোগ না পাওয়ায় তাহাদের অনেকে বেকার জীবন যাপন করিতেছে। কখনো কখনো তাহারা চাকরির জন্য আন্দোলনেও শামিল হয়। আমাদের ধারণা, এই নার্সদের কোথাও চাকরির সুযোগ দেওয়া হইলে তাহারা ভাল নার্স হইতে পারিবে। তবে সর্বপ্রথম নার্সিং স্কুল, ইনস্টিটিউটে তাহাদের শিক্ষার মান উন্নত করা আবশ্যক। কেননা, এখন চিকিৎসা শাস্ত্র অনেক উন্নত হইয়াছে। ইহার সহিত সঙ্গতি রাখিতে হইলে চিকিৎসক ও নার্সদের মান উন্নত করা ছাড়া ইহার কোন বিকল্প নাই। তাই ছাত্রী নার্সদের শিক্ষার মান উন্নত করার পাশাপাশি তাহাদের স্পেশালাইজেশনের দিকেও নিয়া যাইতে হইবে। অর্থাৎ ক্যান্সার, হার্ট, নিউরোলজী, লিভার, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগ বিষয়ে এক এক নার্সের স্পেশালাইজেশন থাকিতে হইবে। কেবল তাহা হইলে বিশেষ শ্রেণীর রোগীরা সঠিক চিকিৎসা লাভ করিতে পারিবে। কোন কোন দেশে নার্সিং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত রহিয়াছে। আমরা এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে বলিব না। তবে অবশ্যই প্রতি পুরানো জেলায় মানসম্পন্ন একটি করিয়া নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং প্রতি বিভাগে একটি করিয়া মান সম্পন্ন নার্সিং কলেজ স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া এখান হইতে পাস করা নার্সরা উপজেলা ও জেলার হাসপাতাল ক্লিনিকগুলিতে প্রয়োজনীয় সেবা দানে সক্ষম হইবে। অন্যদিকে এখানকার পাস করা ও বিভিন্ন হাসপাতালে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের কলেজ হইতে স্নাতক হওয়ার সুযোগ দেওয়া হইলে তাহারা অবশ্যই উচ্চমানের নার্স হইতে পারিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

মধ্যপ্রাচ্যসহ বহু আঞ্চলিক দেশগুলিতে দক্ষ নার্সের দারুণ অভাব রহিয়াছে। আমরা নার্সিং স্কুল, ইনস্টিটিউট ও কলেজ স্থাপন করিয়া উন্নতমানের নার্স তৈরি করিতে সক্ষম হইলে ঐ সমস্ত দেশে নার্স রপ্তানি করিতে পারিব। সৌদী আরবসহ বেশ কয়েকটি দেশ বাংলাদেশ হইতে নার্স আমদানির আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। আমরা জানিতে পাই প্রতিবেশী ভারত বিভিন্ন দেশে নার্স রপ্তানি করিয়া অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করিয়া থাকে। বাংলাদেশও তাহা করিতে পারে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের নার্সিং মান যথেষ্ট উন্নত নয়। তবে বাংলাদেশের কোন কোন হাসপাতালে বিদেশী চিকিৎসকের সঙ্গে বিদেশী নার্সও আসে বলিয়া শুনিয়াছি। আমাদের নার্সরা তাহাদের সহিত কাজ করিয়া নিজেদের মান উন্নত করিতে পারে। তবে নার্সদের মান উন্নত করিতে হইলে নার্সিং স্কুল, নার্সিং ইনষ্টিটিউট ও নার্সিং কলেজের শিক্ষার মান উন্নত করার কোন বিকল্প নেই।